দেখে কার্যকে প্রত্যাশা করা আমাদের

সতত-সংযোগবাদের সমালোচনা (Criticism of Regularity Theory) :

হিউমের কার্য-কারণতত্ত্বের দ্বারা ম্যাক্ (Mac), পিয়ারসন্ (Pearson), রাসেল (Russel) প্রমুখ আধুনিককালের প্রখ্যাত দার্শনিকগণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও মতবাদটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) কোনো ঘটনা অন্য এক ঘটনার নিয়ত পূর্বগামী হলেই তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না। দিন নিয়তই রাতের এবং রাত নিয়তই দিনের পূর্ববর্তী। তাহলে হিউমের মত অনুসরণ করে দিনকে রাতের এবং রাতকে দিনের কারণ বলতে হয়। কিন্তু দিন ও রাত্রির কোনটিও অন্যটির কারণ অথবা কার্য নয়—তারা উভয়েই 'পৃথিবীর আহ্নিক গতির' সহকার্য। দিন ও রাত্রি উভয়েই পৃথিবীর 'আহ্নিক গতি' নামক শর্তের ওপর নির্ভরশীল। যা শর্তাধীন তা কারণ হতে পারে না। তর্কবিজ্ঞানী মিল (Mill) তাই কারণের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'কারণ হল কার্যের নিয়ত, **নিঃশর্ত** এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা।'

(২) একবার মাত্র ঘটেছে—এমন সব ঘটনাকে হিউমের সতত সংযোগবাদ দিয়ে

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা বলি, 'নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ তাঁর পতনের কারণ', 'হিট্‌লারের পোল্যান্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ', 'স্বর্ণ-মন্দিরে রক্তপাত ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর কারণ'। এইসব ঘটনা ইতিহাসে একবারই ঘটেছে, আর ঘটতে পারে না। কিন্তু হিউমের সতত-সংযোগ-তত্ত্ব মানলে এমন অর্থহীন এবং উদ্ভট কথাই বলতে হয়—'যখনই নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন তখনই তাঁর পতন হয়', 'যখনই হিট্‌লার পোল্যান্ড আক্রমণ করেন তখনই বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়', 'যখনই স্বর্ণ-মন্দিরে রপ্তাপাত হয় তখনই ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যু হয়'। স্পষ্টতই, হিউমের মতবাদ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় বা যুদ্ধের মতন জটিল ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(৩) মনোজগতে দেখা যায় যে, কারণ কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে—'হাত তোলার ইচ্ছা' হাত ওঠাকে' নিয়ন্ত্রিত করে। একথা ঠিক যে, হাত তোলার ইচ্ছা হলেই সব সময় হাত ওঠে না। যেমন, দেহ পক্ষাঘাত হলে 'ইচ্ছা থাকলে'ও হাত ওঠে না। তবে, **'হাত তোলার ইচ্ছা না হলে' হাত ওঠে না।** 'ইচ্ছা' এখানে হাত 'ওঠার' আবশ্যিক শর্ত। আবশ্যিক শর্তরূপে কারণ যেখানে কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে সেখানে তাদের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক স্বীকার করতে হয়। কাজেই, মনোজাগতিক কার্য-কারণের ক্ষেত্রে কার্য ও কারণের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক আছে, এমন বলতে হয়।

(৪) হিউম কার্য-কারণ সম্পর্ককে 'পারম্পর্য' বা 'পূর্বাপর' সম্পর্ক বলেছেন। দার্শনিক কান্ট 'পূর্বাপর' বা 'পারম্পর্য' কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ করে হিউমের অভিমতকে খণ্ডন করেছেন। ঘটনার পূর্বাপর (পারম্পর্য) দুই ধরনের হতে পারে—**ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রিত** এবং **বস্তু বা ঘটনা-নিয়ন্ত্রিত**। প্রথম ক্ষেত্রে পূর্বাপর সম্বন্ধটি অভ্যাসের ওপর নির্ভর করলেও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি ব্যক্তির অভ্যাসজাত প্রত্যাশার ওপর নির্ভর করে না। প্রথম প্রকার সম্বন্ধ মনোগত (subjective), দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধ বিষয়গত (objective)। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল ঃ

আগে রাম এল, পরে শ্যাম এল। এখানে 'রামের আসা' ও 'শ্যামের আসা' এই দুটি ঘটনার মধ্যে যে পারম্পর্য তার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব—এমন হতে পারে যে, আগে শ্যাম এল, পরে রাম এল। কিন্তু আগুন ও উত্তাপের সম্বন্ধ এমন নয়। এখানে যে পারম্পর্য তা বিষয়গত, যেখানে 'আগে-পরে'-কে ইচ্ছামতন পরিবর্তন করা যায় না। আমাদের এমন অভিজ্ঞতা হতে পারে না যে, আগে হাতে উত্তাপ লাগল, পরে আগুন জ্বললো। কান্টের মতে, এই ধরনের **ব্যক্তিক্রমহীন বিষয়গত সম্পর্কই হল কার্য-কারণ সম্পর্ক**। কাজেই, হিউমকে অনুসরণ করে কার্য-কারণ সম্পর্ককে অভিজ্ঞতালব্ধ মনোগত বা বিষয়ীগত সম্পর্করূপে গণ্য করা যাবে না।

(৫) কার্য এবং কারণের মধ্যে আবিশ্যিক সম্পর্ককে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না বলে হিউম তাকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র পথ নয়, বুদ্ধিও জ্ঞানের মাধ্যম। আবশ্যিক সম্পর্কের জ্ঞান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসে না। এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা-পূর্ব (পূর্বতঃসিদ্ধ) বুদ্ধিলব্ধ। দার্শনিক কান্ট তাই বলেন যে, অভিজ্ঞতায় কার্য-কারণের ধারণা আসে না, বরঞ্চ এই ধারণা আগে থেকে আমাদের মনে থাকে বলেই অভিজ্ঞতা সম্ভব হয়। কান্টের মতে, কার্য-কারণ আসলে অভিজ্ঞতার জগতে নেই, জ্ঞানের অপরিহার্য আকাররূপে, প্রকাশর্তরূপে, এদের অবস্থান আমাদের মনে।

Scanned by CamScanner